(সাময়িক পুস্তিকা: ১৯১)
WEEKLY BOOKLET 191

(আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"মাদানী পাঞ্জেসূরা"র একটি অংশ)

কাজের কথা

- ৪৯টি খুবই উপকারী মাদানী ফুল
- ৩০টি ভুল চিহ্নিতকরণ
- সাপ, বিচ্ছু, কেন্নো ও পিঁপড়া থেকে মুক্তির উপায়
- পাকস্থলির বিপর্যয় ও বিভিন্ন রোগ
- পাকস্থলির রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাজের কথা

আত্তারের দোয়াঃ হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**কাজের কথা**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতের কার্যাবলী সুসম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং **তোমার প্রিয় আখেরী নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দ্বারা জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আমার** প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেয়া হবে যে, এই ব্যক্তি নিফাক (তথা কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবে। **(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪৯টি খুবই উপকারী মাদানী ফুল

(১) রাতের বেলা দরজা বন্ধ করার সময় ঘরের ভেতর ভালভাবে দেখে নিন যে, কোন অপরিচিত লোক বা

কুকুর, বিড়াল ভেতরে নেই তো, এই অভ্যাস করার ফলে اِنْ شَآءَ الله ঘরে কোন ক্ষতি হবে না। (২) ঘর ও ঘরের সকল মালামাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং প্রতিটি জিনিস তার নির্দিষ্ট স্থানেই রাখুন। (৩) পরিবারের সবাই পরস্পরের মাঝে নির্ধারন করে নিন যে, অমুক জিনিস অমুক স্থানে থাকবে, অতঃপর পরিবারের সকলে তা অনুসরন করুন যে, যখন এই জিনিসটি যেখান থেকে নিবেন তখন তা ব্যবহার করে আবারো সেখানে রেখে দিবেন, যাতে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা না করেই এবং না খুঁজেই পেয়ে যায় আর প্রয়োজনে খুঁজতে না হয়। (৪) ঘরের সকল পাত্র ধুয়ে, মুছে কোন আলমারি বা তাকে ঝুলিয়ে রেখে দিন, অতঃপর আবারো সেই পাত্র ব্যবহার করতে হলে তবে সেই পাত্র না ধুয়ে ব্যবহার করবেন না। (৫) কোন উচ্ছিষ্ট পাত্র বা খাবার অথবা ঔষধ লাগা পাত্র কখনোই রেখে দিবেন না, উচ্ছিষ্ট বা খাবার অথবা ঔষধ লাগা পাত্রে জীবণূ জন্ম নেয় আর বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (৬) অন্ধকারে না দেখে কখনোই পানি পান করবেন না, খাবার খাবেন না। (৭) ঘর বা আঙ্গিনার পথে খাট বা চেয়ার অথবা কোন পাত্র কিংবা কোন মালামাল রেখে দিবেন না, এরূপ করাতে অনেক সময় প্রতিদিনকার অভ্যাস অনুযায়ী বিনা দ্বিধায় চলে আসা ব্যক্তি

অবশ্যই হোঁচট খাবে এবং অনেক সময় প্রবল আঘাতও পেতে পারে। (৮) কলসির (Pitcher) মুখে বা বদনার নলে মুখ লাগিয়ে কখনোই পান পান করবেন না, কেননা প্রথমত এটা ভদ্রতার পরিপন্থি, দ্বিতীয়ত এই ভয় রয়েছে যে, কলসি বা নলের মধ্যে কোন কীট পতঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে আর তা পনির সাথে পেটে চলে যাবে। (৯) সপ্তাহ বা দশদিনে একদিন সম্পূর্ণ ঘর পরিস্কারের জন্য নির্ধারিত করে নিন, সেই দিন সম্পূর্ণ বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করুন। (১০) দিনরাত বসে থাকা বা খাটে শুয়ে থাকা কিংবা ঘুমিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইসলামী ভাইদের পরিস্কার ও খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ হাটাচলা করা এবং ইসলামী বোনদের কিছু পরিশ্রমের কাজ করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। (১১) যেই স্থানে কয়েকজন লোক বসে আছে, সেই জায়গায় বসে থুথু ফেলবেন না, গলা খাঁকারী দিবেন না, নাক পরিস্কার করবেন না, কেননা এটা সভ্যতা বিরোধী এবং অন্যের জন্য ঘৃণা সৃষ্টিকারী বিষয়। (১২) আঁচল বা আস্তিন দ্বারা নাক পরিস্কার কবেন না, হাত মুখও ঐসকল জিনিস দ্বারা মুছবেন না, কেননা এটা নোংরা কাজ এবং সভ্যতার বিরোধীও। (১৩) জুতা ও কাপড় কিংবা বিছানা ব্যবহার করার পূর্বে ঝেড়ে নিন, হয়তো কোন বিষাক্ত প্রাণী বসে আছে, যা

অজান্তে আপনাকে দংশন করে দিলো। (১৪) ছোট শিশুদের খাওয়ানোর সময় কখনোই লাফিয়ে লাফিয়ে খাওয়াবেন না, **আল্লাহ** না করুন হাত থেকে ছুটে গেলে শিশুর প্রাণের আশংখাও রয়েছে। (১৫) মাঝখানের দরজায় বসবেন না, সকল আসা যাওয়াকারীর কষ্ট হবে এবং স্বয়ং আপনারও কষ্ট করতে হবে। (১৬) যদি গোপন জায়গায় কারো ফোঁড়া (Rashes and Pimples) উঠে বা ব্যাথা ও ফুলে যায় তবে তাকে এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, কোথায়? এতে অযথা সে লজ্জিত হবে। (১৭) পায়খানা বা গোসলখানা থেকে লুঙ্গি বা শাড়ি বাঁধতে বাঁধতে বের হবেন না বরং ভেতরেই ভালভাবে বেঁধে তারপর বের হোন। (১৮) যখন আপনাকে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে তবে প্রথমে এর উত্তর দিন, এরপরই অন্য কাজ করুন। (১৯) যে কথা কাউকে বলবেন বা কাউকে উত্তর দিবেন, তবে তা স্পষ্টভাবে বলুন এবং এত উচ্চস্বরে বলুন যাতে সামনের জন ভালভাবে শুনে ও বুঝে নিতে পারে। (২০) যদি কারো ব্যাপারে কোন গোপন বিষয় কাউকে বলতে হয় এবং সেই ব্যক্তি এই মজলিশে উপস্থিত থাকে তবে চোখ বা হাত দ্বারা বারবার তার দিকে ইশারা করবেন না, কেননা অযথা সেই ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ হবে। (২১) কাউকে কোন জিনিস দিতে হলে তবে

নিজের হাতে তার হাতে দিন বা পাত্রে রেখে তার সামনে উপস্থাপন করুন, দূর থেকে নিক্ষেপ করে কোন জিনিস কাউকে দিবেন না, কেননা হয়তো তার হাতে পৌঁছলো না এবং মাটিতে পরে ভেঙ্গে গেলো বা খারাপ হয়ে গেলো। (২২) যদি কাউকে নিক্ষেপ করেন তবে এদিকে খেয়াল রাখবেন যে, তার মাথা কিংবা চেহারা বা শরীরের কোন অংশে যেনো না লাগে আর নিক্ষেপ করলেও এত জোড়েও নিক্ষেপ করবে না যে, স্বয়ং আপনি বা অন্যরা চিন্তিত হয়ে যায়। (২৩) ময়লা যুক্ত কাপড় যেগুলো লান্ড্রিতে দেওয়ার থাকে, তা ঘরে এদিক সেদিক বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখবেন না বরং বাড়ির কোন কোণে কাঠের একটি সামান্য বক্স রাখুন এবং সকল ময়লা কাপড় তাতেই জমা করে রাখুন। (২৪) নিজের উলের কাপড়গুলো ও কিতাব সমূহ মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিন, যাতে পোকা মাকড় কাপড় ও কিতাব সমূহ কেটে নষ্ট করতে না পারে। (২৫) যেখানে কোন লোক বসে আছে, সেখানে ময়লা আবর্জনাময় জিনিস ঝাড়বেন না। (২৬) কোন দুঃখী, চিন্তিত বা বেদনাগ্রস্থ এবং অসুস্থ্যতা ইত্যাদির সংবাদ কখনোই ততক্ষণ পর্যন্ত বলা উচিৎ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করে নিবে না। (২৭) পানাহারের কোন জিনিস খোলা রাখবেন না, সর্বদা

ঢেকে রাখুন আর মাছি বসা থেকে বাঁচান। (২৮) দৌঁড়ে, মুখ উঁচিয়ে চলা উচিৎ নয়, এতে হোঁচট লাগা, কারো সাথে ধাক্কা ইত্যাদি লাগার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। (২৯) চলার সময় পা পরিপূর্ণ ভাবে উঠিয়ে চলুন এবং সম্পূর্ণ পা মাটিয়ে রাখবেন, পায়ের গোঁড়ালি বা পাতার উপর চলা বা পা হেঁচড়িয়ে চলা ভদ্রতার পরিপন্থি। (৩০) কাপড় পরা অবস্থায় সিলানো উচিৎ নয়। (৩১) যে কারো উপর অন্ধভাবে ভরসা করবেন না, যতক্ষণ কাউকে সম্পূর্ণভাবে বারবার যাচাই করে নিবেন না, তার উপর ভরসা করবেন না, বিশেষ করে প্রায় শহরে অনেক মহিলারা কেউ হাজী সাহেবা হয়ে, কেউ কাবার গিলাফ নিয়ে, কেউ তাবিয ও ঝাঁড় ফুঁক করার জন্য ঘরে ঢুকে যেতে চায় এবং মহিলারা জড়ো হয়ে বসে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা বলে, সাবধান! সাবধান! এই সকল মহিলাদের কখনোই ঘরে ঢুকতে দিবেন না, দরজা থেকেই ফিরিয়ে দিন। এমন মহিলারা অনেক ঘর খালি করে দিয়েছে, এই সকল মহিলারা অনেকে চোর এবং ডাকাতের খবরীও হয়ে থাকে, যারা ঘরের ভেতরের পরিবেশ দেখে নেয় অতঃপর চোর ও ডাকাতদের সেই ঘরের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। (৩২) যতটুকু সম্ভব কোন জিনিস ধার চাইবেন না আর যদি বাধ্য হয়ে চাইতেও হয় তবে দাম জিজ্ঞাসা করে

তারিখ সহকারে লিখে রাখুন আর যখন টাকা আপনার নিকট এসে যাবে তখন সাথেসাথে আদায় করে দিন, মৌখিক স্মরণের উপর ভরসা করবেন না। (৩৩) যতটুকু সম্ভব খরচ চালানোতে অনেক বেশি মিতব্যয়ীতার সহিত খরচ করুন এবং টাকা পয়সা খুবই হিসবে করে নিন বরং যতটুকু আপনি খরচের জন্য পান তা থেকে কিছু না কিছু বাঁচিয়ে রাখুন। (৩৪) যে মহিলা অনেকের ঘরে আসা যাওয়া করে, যেমন; কাজের বুয়া, তাদের সামনে কখনোই ঘরের অনৈক্য এবং ঝগড়ার কথা বর্ণনা করবেন না, কেননা প্রায় এমন মহিলারা এই ঘরের কথা দশ ঘরে বলে বেড়ায়। (৩৫) কোন ব্যক্তি আপনার দরজায় এসে আপনার ঘরে কারো বন্ধু বা আত্মীয় বলে প্রকাশ করে তবে কখনোই তাকে বাড়ির ভেতর ডাকবেন না, তার কোন মালও আপনার ঘরে রাখবেন না, আপনার কোন মূল্যবান মালও তাকে দিবেন না। (৩৬) ভালবেসে নিজের সন্তানকে ক্ষুধা ব্যতীত খাবার খাওয়াবেন না, জোড়ও করবেন না, কেননা এই দু'টি অবস্থায় শিশুরা অসুস্থ্য হয়ে যায়, যার কষ্ট আপনাকে এবং সন্তানকেই ভোগ করতে হতে পারে। (৩৭) শিশুদের শীত ও গরমের পোশাকের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরী, শিশুদের শীত গরম লাগার কারণে অসুস্থ হয়ে যায়। (৩৮) সন্তানকে পিতামাতা বরং

দাদার নামও (বরং বাড়ির ঠিকানাও) মুখস্ত করিয়ে দিন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করুন যাতে মুখস্ত থাকে, এর উপকারীতা হলো, যদি **আল্লাহ** না করুন সন্তান যদি কোথাও হারিয়ে যায় এবং কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বাবার নাম কি? তোমার মা বাবা কে? (তোমাদের বাড়ি কোথায়?) তখন যদি সন্তানকে নাম ও ঠিকানা শিখানো হয়, তবে বলে দিবে অতঃপর কেউ না কেউ তাকে আপনার নিকট পৌঁছে দিবে কিংবা আপনাকে ডেকে তাকে আপনাকে সমর্পণ করে দিবে আরং যদি সন্তান মা বাবার নাম (ঠিকানা) না জানে তবে সন্তান এটাই বলবে যে, আমি আব্বা আম্মার ছেলে, কিছুই জানি না আব্বা কে? আম্মা কে? (৩৯) ইসলামী বোনেরা ছোট শিশুদের একা রেখে ঘরের বাইরে যাবেন না, কেননা এমনও হয়েছে যে, এক মহিলা শিশুর সামনে খাবার রেখে বাইরে চলে গেলো। অনেক কাক শিশুটির সামনে থেকে খাবার ছিনিয়ে খেয়ে নিলো আর ঠোকর মেরে মেরে শিশুটির চোখও উপড়ে নিলো। অনুরূপভাবে একটি শিশুকে বিড়াল একা পেয়ে এমনভাবে আঁচড়ালো যে, শিশুটি মারা গেলো। (৪০) কাউকে থাকা ও খাবার খাওয়ার এত বেশি জোড়াজুড়ি করবেনা, অনেক সময় এতে মেহমান বিরক্ত ও কষ্টে পড়ে যায়। অতঃপর ভাবুন তো! এমন ভালবাসার কি লাভ, যার

পরিণতি ঘৃণা ও বদনাম হয়। (৪১) ওজন ও বিপদজনক কোন জিনিস কোন মানুষের উপর দিয়ে দিবেন না, **আল্লাহ** না করুক সেই জিনিস যদি হাত থেকে ছুটে ঐ মানুষের উপর পড়ে যায় তবে এর পরিণতি কিরূপ বিপদজনক হবে? (৪২) কোন শিশু বা ছাত্রকে শাস্তি দিতে হয় তবে মাটি, কাঠ বা লাথি-ঘুষি মারবেন না, **আল্লাহ** না করুন যদি কোন স্পর্শকাতর জায়গায় লেগে যায় তবে কত বড় বিপদ এসে যাবে! (৪৩) যদি আপনি কারো ঘরে মেহমান হয়ে যান এবং খাবার খেয়ে নিয়েছেন তবে অবস্থা অনুযায়ী যেতেই ঘরের লোকদের বলে দিন যে, আমি খাবার খেয়ে এসেঠি, কেননা ঘরের লোকেরা লজ্জার কারণে জিজ্ঞাসা না করেই এবং লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার প্রস্তুত করে নিবে আর যখন খাবার সামনে এসে গেছে তখন আপনি বলে দিলেন যে, আমি তো খাবার খেয়ে এসেছি, ভাবুন তো তখন ঘরের লোকজনের কেমন আফসোস হবে? (৪৪) বাড়িতে যদি টাকা বা গহনা ইত্যাদি পুতে রাখা হয় তবে পরিবারের মধ্যে যার উপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করবেন, তাকে বলে দিন, অন্যথায় হয়তো আপনার হঠাৎ মৃত্যু হলে তবে সেই টাকা বা গহনা সর্বদাই মাটির নিচে রয়ে যাবে। (অনুরূপভাবে অন্যান্য গোপন মালামাল ও আমানত এবং কাগজাদী সম্পর্কেও

কাউকে বলে রাখা উপকারী) (৪৫) বাড়িতে জ্বলন্ত আগুন রেখে বাইরে চলে যাবেন না, চেরাগ বা আগুন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বেই নিভিয়ে দেয়া উচিৎ। (৪৬) এত বেশি খাবেন না যেনো হজমের জায়গাও না থাকে। (৪৭) যথাসম্ভব রাতে বাড়িতে একা থাকবেন না, **আল্লাহ** জানে রাতে কি সমস্যা এসে পরে? অসহায়ত্ব ও বাধ্য হলে তবে আলাদা বিষয় কিন্তু যথাসম্ভব বাড়িতে রাতে একা ঘুমাবেন না। (৪৮) নিজের প্রতিভার জন্য গর্ব করবেন না। (৪৯) খারাপ সময়ে কোন সাথী থাকে না, তাই শুধুমাত্র **আল্লাহ**র উপরই ভরসা রাখুন। (জান্নাতী যেওর, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

৩০টি ভুল চিহ্নিতকরণ

(১) এই খেয়ালে সর্বদা মগ্ন থাকা যে, যৌবন ও সুস্থ্যতা সর্বদা বিরাজমান থাকবে। (২) বিপদে অধৈর্য হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করা। (৩) নিজের জ্ঞানকে সবচেয়ে বড় মনে করা। (৪) শত্রুকে নগন্য মনে করা। (৫) অসুস্থ্যতাকে সমান্য মনে করে শুরু থেকেই চিকিৎসা না করা। (৬) নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করা আর অপরের পরামর্শকে ভ্রুক্ষেপ করা। (৭) কোন অপকর্মকারীকে বারবার পরীক্ষা করার পরও তার চাটুকারীতাকে বিশ্বাস করা। (৮) ভিক্ষা

করাতে খুশি থাকা আর রোজগারের সন্ধান না করা। (৯) নিজের গোপন বিষয় অন্যকে বলে তা গোপন রাখার প্রতি জোর দেয়া। (১০) আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা। (১১) মানুষের কষ্টে অংশগ্রহণ না করা আর তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা। (১২) এক দু'বারের সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন ভাল বা খারাপ মত প্রদান করা। (১৩) পিতামাতা সেবা না করা আর সন্তান থেকে সেবা পাওয়ার আশা রাখা। (১৪) কোন কাজ এই ভেবে অর্ধেকে ছেড়ে দেয়া যে, অন্য কোন সময় পূরন করে নিবো। (১৫) প্রত্যেকের সাথে খারাপ আচরণ করা আর মানুষ থেকে নিজের জন্য ভাল আচরণ আশা করা। (১৬) পথভ্রষ্টদের সহচর্যে উঠা বসা করা। (১৭) কেউ নেক আমলের কথা বললে তাতে ধ্যান না দেয়া। (১৮) স্বয়ং হালাল ও হারামের খেয়াল না রাখা আর অন্যকেও এই পথে পরিচালিত করা। (১৯) মিথ্যা শপথ করে মিথ্যা বলে ধোকা দিয়ে নিজের ব্যবসাকে উন্নত করা। (২০) ইলমে দ্বীন এবং দ্বীনদারীকে সম্মান মনে না করা। (২১) নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করা। (২২) ফকির ও ভিক্ষুককে নিজের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। (২৩) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথাবার্তা বলা। (২৪) নিজের প্রতিবেশিদের সাথে দ্বন্দ্ব রাখা।

(২৫) বাদশাহ ও ধনীদের বন্ধুত্বের প্রতি ভরসা রাখা। (২৬) অযথা কারো পরিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। (২৭) চিন্তাভাবনা না করেই কথা বলা। (২৮) তিনদিনের বেশি কারো ঘরে মেহমান হওয়া। (২৯) নিজের ঘরের রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ করা। (৩০) প্রত্যেকের সামনে নিজের দুঃখ কষ্ট বর্ণনা করা। (জান্নাতী যেওর, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৬টি ঘরোয়া চিকিৎসা ও উপকারী মাদানী ফুল

(১) খাটের পায়ের দিকে আজওয়াইন[১] (Carom Seeds) এর পুটলি (Small Bags) বেঁধে রাখাতে সেই খাটে ছাড়পোকা পালিয়ে যাবে। (২) যদি মশারি না থাকে এবং গরমের দিনে মশা বেশি অতিষ্ট করে তবে বিছানায় তুলসী (নামক গাছের) পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিন, মশা পলিয়ে যাবে। (৩) কাঠে পেরেক ঠুকার সময় কাঠ ফেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তবে সেই পেরেকটি প্রথমে সাবানে গেঁথে নিন তারপর কাঠে ঠুকুন, এতে কাঠ ফাঁটবে না। (৪) কাগজী লেবুর (পাতলা ছোলকার লেবু) রস যদি দিনে কয়েকবার

১. উগ্রগন্ধযুক্ত লতাবিশেষের বীজ।

পান করে নেন তবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হবে না। (৫) লু হাওয়া (Heatwave) থেকে বাঁচার জন্য কড়া রোদে সফর করার সময় পকেটে একটি পেয়াজ রেখে নেয়া উচিৎ। (৬) কলেরার (Cholera) (নামক মারাত্মক রোগের) আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য সিরকা, লেবু এবং পেয়াজ অধিকহারে ব্যবহার করা উচিৎ। (৭) সবজীকে দ্রুত গলানো এবং আটায় খামির দ্রুত আসার জন্য তরমুজের ছিলকা ভালভাবে শুকিয়ে তা মিহি করে পিষে পাউডার প্রস্তুত করে নিন, অতঃপর পাউডারকে সবজী দ্রুত গলানোর জন্য দিন এবং আটায় খামির আসার জন্য সামান্য পাউডার আটায় ঢেলে দিন। (৮) যায়তুনের তেল (OLIVE OIL) দাঁতে মাজলে মাঁড়ি এবং নড়বড়ে দাঁত শক্ত হয়ে যায়। (৯) হেঁচকি (Hiccup) আসলে তবে লবঙ্গ খাওয়াতে বন্ধ হয়ে যায়। (১০) মাথায় উঁকুন হলে তবে পুদিনার রস সাবানের পনিতে গুলিয়ে মাথায় ঢালুন এবং মাথা ভালভাবে ধৌত করুন, এভাবে দুই তিনবার করাতে সব উঁকুন মরে যাবে। (১১) লেবুর টুকরো চেহারায় কিছুদিন ঘষে অতঃপর সাবান দিয়ে ধৌত করাতে চেহারার ব্রণ দূর হয়ে যায়। (১২) পায়ে হাঁটার কারণে যদি পায়ের ক্লান্তি অধিক মনে হয় তবে লবন মিশ্রিত গরম পানিতে কিছুক্ষণ পা রেখে দিলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। (১৩) লেবুকে

যদি গরম বালিতে গরম করে বা গরম গরম পাতিলে ভাতের উপর কিছুক্ষণ রাখার পর চাপলে তবে সহজেই অধিক রস বের হবে। (১৪) আগুনে পুড়ে গেলে তবে শরীরের পোড়া অংশে সাথে সাথে কালি (Ink) লাগিয়ে দিন অথবা পানি ঢালুন কিংবা বড়ই গাছের তেল লাগান বা চিনি সাধারণ পানিতে গুলিয়ে লাগান। (১৫) সাপ বা কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে তবে দংশিত স্থানের সামান্য উপরে সাথেসাথে কোন শক্ত রশি দ্বারা জোড়ে বেঁধে দিন আর রোগীকে শুতে দিবেন না। এসব করে দ্রুত ডাক্তারের নিকট নিয়ে যান। (১৬) যদি কেউ সিনকা (নামক ভয়ঙ্কর বিষ) বা আফিম অথবা ধাতুরা (এক প্রকার গাছ, যার ফল নেশাযুক্ত হয়ে থাকে) খেয়ে নেয় তবে সাথেসাথে সয়ার (এক প্রকার সুগন্ধময় শাক) বীজ দুই তোলা আধা সের[১] পানিতে সিদ্ধ করে এতে এক পোয়া ঘি, এক তোলা লবঙ্গ মিশিয়ে কুসুম গরম পান করিয়ে দিন এবং বমি করান, যখন ভালভাবে বমি হয়ে যাবে তখন দুধ পান করান এবং যদি দুধও বমি করে দেয় তবে খুবই ভাল আর রোগীকে শুতে দিবেন না, اِنْ شَآءَ الله রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। (জান্নাতী যেওর, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

১. এক সের ৯৩৩.১২ গ্রাম অর্থাৎ এক কিলো থেকে প্রায় ৭ ভাগ হয়ে থাকে, আধাসের হলো এর অর্ধেক।

সাপ, বিচ্ছু, কেন্নো ও পিঁপড়া থেকে মুক্তির উপায়

সাপঃ এক পোয়া নিশাদলকে (Ammoniac) পাঁচ সের পানিতে মিশিয়ে সকল ছিদ্রে (Holes) এবং কোণায় ছিটিয়ে দিন, যদি ঘরে সাপ থাকে তবে পালিয়ে যাবে এবং মাঝে মাঝে এই পানি ছিটাতে থাকুন, তবে সেই বাড়িতে সাপ আসবে না, اِنْ شَآءَ الله। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো যে, ঘরের ছিদ্রগুলোতে সরিষা দানা ঢেলে দিন, সাপ সাথেসাথে মরে যাবে এবং যদি আশেপাশে সরিষা দানা ছিটিয়ে ঘুমান তবে সাপ কাছেও আসতে পারবে না।

বিচ্ছুঃ মুলার রস যদি বিচ্ছুর (Scorpion) উপর ঢেলে দেয়া হয় তবে বিচ্ছু মারা যাবে আর যদি বিচ্ছু থাকে এমন গর্তে মুলার কয়েকটি টুকরো রেখে দেয়া হয় তবে বিচ্ছু ছিদ্র থেকে বাইরে বের হতে পারবে না বরং ছিদ্রের মধ্যেই মারা যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো যে, অপামার্গ (apamarg) ঘাসে শিকড় যদি বিছানায় রেখে দেয়া হয় তবে বিচ্ছু বিছানায় উঠবে না। যদি বিচ্ছু দংশন করে তবে পাইন রজনের তেল লাগান বা অপামার্গ এর শিকড় ঘসে লাগান, বিষ নেমে যাবে।

কোন্নো: যদি কারো শরীরে আকঁড়ে ধরে বা কানে ঢুকে যায় তবে চিনি এর উপর ঢেলে দিন সাথেসাথে তার পা চামড়া থেকে বাইরে বের হয়ে যাবে এবং যদি পেঁয়াজের রস কেন্নোর উপর ঢেলে দিন, তবে সেই জায়গাও ছেড়ে দিবে এবং সাথেসাথে মারা যাবে আর যদি এর পা বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষত হয়ে যায় তবে পেঁয়াজ পেষ্ট বানিয়ে তার ক্ষতের উপর বেঁধে দেয়া উপকারী।

পিসসু (এক প্রকার ডানাযুক্ত কীট, যার কামড়ে চুলকানি শুরু হয়): এন্ড্রজের ফল বা এর শিকড় পানিতে ভিজিয়ে সমস্ত ঘরে পানি ছিটিয়ে দিন, তবে সেই বাড়ি থেকে পিসসু পালিয়ে যাবে।

পিঁপড়া: হিং (এক প্রকার গাছের দূর্গন্ধযুক্ত আঠা) দ্বারা পালিয়ে যায়।

কাপড় ও কিতাবের পোকা: আফসানতিন (নামক ঔষধ) বা পুদিনা কিংবা লেবুর ছিলকা অথবা নিম পাতা বা কাপুর কাপড় বা কিতাবে রেখে দিন, তবে কাপড় বা কিতাব পোকায় খাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

(জান্নাতী যেওর, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

মুখের দূর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি কোন কিছু খাওয়ার কারণে মুখে দূর্গন্ধ আসে তবে কাঁচা ধনিয়া চিবিয়ে খান তাছাড়া গোলাপের তাজা বা শুকনো ফুল দ্বারা দাঁত মাজুন, اِنْ شَآءَ الله উপকৃত হবেন। তবে হ্যাঁ! যদি পেট খারাপ হওয়ার কারণে দূর্গন্ধ আসে তবে "কম খাওয়া"র সৌভাগ্য অর্জন করে ক্ষুধার বরকত অর্জন করাতে اِنْ شَآءَ الله পা ও শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যাথা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, বুক জ্বলা, মুখের ছাল উঠা, বারবার হওয়া সর্দি কাশি ও গলা ব্যাথা, মাঁড়ি থেকে রক্ত আসা ইত্যাদি অসংখ্য রোগের পাশাপাশি মুখের দূর্গন্ধ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। ক্ষুধা অবশিষ্ট আছে এমনভাবে কম খাওয়াতে ৮০ ভাগ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায় "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" অধ্যয়ন করুন) যদি নফসের লালসার চিকিৎসা হয়ে যায় তবে অসংখ্য শারীরিক ও রূহানী রোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভাল হয়ে যায়।

রযা নফসে দুশমন হে দম মে না আনা
কাহাঁ তুম নে দেখে হে চন্দরানে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাক দিয়ে শ্বাস টেনে যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখুন, অতঃপর মুখ দিয়ে বের করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সারাদিনে যখনই সুযোগ হয় বিশেষ করে খোলা বাতাসে প্রতিদিন কয়েকবার এরূপ করে নেয়া উচিৎ।

মুখের দূর্গন্ধ জানার পদ্ধতি

যদি মুখে কোন বিরক্তিকর দূর্গন্ধ হয় তবে যতবার মিসওয়াক এবং কুলি করাতে এই (দূর্গন্ধ) চলে যায় (অর্থাৎ দূর করা সম্ভব হয় ততবার কুলি করা) আবশ্যক, এর জন্য কোন সীমা নির্ধারন নেই। দূর্গন্ধযুক্ত গাঁড় হুক্কা পানকারীদের এই ব্যাপারে খেয়াল রাখা আবশ্যক আর তাদের চেয়ে বেশি সিগারেট পানকারীদের যে, এর দূর্গন্ধ অন্যান্য তামাক থেকে কড়া এবং বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়ে থাকে আর এসব থেকে বেশি প্রয়োজন হলো তামাক সেবনকারীদের, যাদের মুখে এর কণা (অর্থাৎ ধোয়ার পরিবর্তে স্বয়ং তামাকই) চিবিয়ে রাখে আর মুখ দূর্গন্ধে ভরে রাখে। এসব লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মিসওয়াক ও কুলি করবে, যতক্ষণ মুখ পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার হবে না এবং দূর্গন্ধের মূল চিহ্ন থাকবে না, তা এভাবে পরীক্ষা করুন যে, হাত আপনার মুখের নিকটে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে জোরে দুই তিনবার কণ্ঠনালী থেকে সম্পূর্ণ শ্বাস হাতের উপর দিন এবং সাথে সাথে শুঁকে দেখুন। তার ভেতরের দূর্গন্ধ তার কম

অনুভূত হয়ে থাকে আর যখন মুখে দূর্গন্ধ হয় তখন মসজিদে যাওয়া হারাম, নামাযে প্রবেশ করা নিষেধ। وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/৮৩৮)

মুখ পরিস্কার পরার পদ্ধতি

যারা মিসওয়াক ও খাওয়ার পর খিলালের সুন্নাত আদায় করে না এবং দাঁত পরিস্কার করাতে অলসতা করে, প্রায় তাদের মুখে দূর্গন্ধ হয়ে থাকে। শুধুমাত্র রীতি অনুযায়ী মিসওয়াক ও খিলালের কাটি নিয়ে দাঁতে স্পর্শ করা যথেষ্ট নয়। মাঁড়ি যেনো ক্ষত না হয় সেই সতর্কতা সহকারে যথাসম্ভব খাবারের এক একটি টুকরো দাঁত থেকে বের করে নিতে হবে, অন্যথায় দাঁতের মাঝখানে খাবারের কণা পঁচে যাবে আর প্রবল দূর্গন্ধের (Rancidity) কারণ হতে থাকবে। দাঁত পরিস্কার করার একটি উপায় হলো, কোন কিছু খাওয়া ও চা ইত্যাদি পান করার পর আর এছাড়াও যখনই সুযোগ হয় যেমন; বসে বসে কোন কাজ করছেন, তখন এক চুমুক পানি মুখে নিন আর নাড়াচাড়া করতে থাকুন অর্থাৎ নাড়তে থাকুন, এতে মুখের ময়লা পরিস্কার হতে থাকবে। সাধারন পানিও চলবে আর যদি লবনযুক্ত কুসুম গরম পানি হয় তবে তা اِنْ شَآءَ الله উত্তম "মাউথ ওয়াশ" হিসেবে পরিগণিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানব শরীরে পাকস্থলির গুরুত্ব

পাকস্থলি মানব শরীরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। আমরা যা কিছু পানাহার করি, তা গিয়ে পাকস্থলিতে জমা হয়, তাছাড়া পাকস্থলি খাবারকে হজম করার কাজও করে থাকে। পাকস্থলির বিপর্যয় শরীরের পুরো ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করতে পারে, অতএব একে সচল রাখা আর এর ব্যাপারে সতর্কতা সমূহ জানা খুবই প্রয়োজন।

পাকস্থলির বিপর্যয় ও বিভিন্ন রোগ

পাকস্থলির অম্লতা (Acidity), বমি করা (Vomiting), বুকে ব্যাথা ও জ্বলন, মুখে তিক্ত পানি আসা, পাকস্থলির আলসার (Stomach Ulcer) ও উপযুক্ত চিকিৎসা না করা অবস্থায় অবশেষে পাকস্থলির ক্যান্সার।

কারণঃ পাকস্থলির ব্যাথা ও জ্বলন ইত্যাদি সমস্যা সাধারনত রাতে বেশি হয়ে যায়। অন্য কোন রোগ না থাকা অবস্থায় এর কারণ রাতে দেরীতে অতিরিক্ত খাওয়া ও অতঃপর সাথেসাথে ঘুমিয়ে পড়া হতে পারে। বিবাহের দাওয়াত ইত্যাদিতে এরূপ সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। আঁটসাট পোশাক পরিধান করাও এই সমস্যার একটি কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে তামাক পান করা, পান, সফট

ড্রিঙ্কস, কড়া মরিচ মসলা খাবার ব্যবহার এবং পানি কম পান করা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

নিজের খাবারের প্রতি খেয়াল রাখুনঃ যে সকল ইসলামী ভাইয়ের পাকস্থলির সমস্যা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে, তারা তাদের খাবারের প্রতি খেয়াল করুন ও যেসকল জিনিস খাওয়ার পর সমস্যা হয়ে থাকে তা থেকে বিরত থাকুন।

বিরত থাকাঃ পাকস্থলির সমস্যায় লিপ্ত ব্যক্তি কড়া মরিচ মসলাযুক্ত তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। ঐসকল সবজী যা দেরীতে হজম হয়ে থাকে ও গ্যাস সৃষ্টি করে যেমন; কপি, আলু, কচুর মূখী, বেগুন তাছাড়া ছোলার ডাল, কলিজা, পায়া ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। সিদ্ধ করা সবজী, খিচুরী ও জাউ (Porridge) সামান্য কালো মরিচ সহকারে ব্যবহার করুন।

পাকস্থলির উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাকস্থলিরও একটি কর্ম ক্ষমতা রয়েছে। যদি ভালভাবে না চিবিয়ে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার এতে ঢেলে দেয়া হয় তবে বেচারা অবশেষে কোন জিনিসটি করবে? ফলে হজম পক্রিয়া (Digestive System) বিঘ্নিত হয়ে যায়, পাকস্থলি অসুস্থ্য হয়ে পড়ে

অতঃপর পুরো শরীরকে রোগ বালাই হস্তান্তর (Transfer) করতে থাকে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাকস্থলি শরীরে হাউজের ন্যায় আর (শরীরের) নাড়ি সমূহ (অর্থাৎ শিরাগুলো) পাকস্থলির দিকে এসে থাকে, যদি পাকস্থালি সুস্থ্য থাকে তবে নাড়িগুলো (পাকস্থলি থেকে) সুস্থ্যতা নিয়ে ফিরে যায় আর যদি পাকস্থলি খারাপ থাকে তবে নাড়িগুলো অসুস্থ্যতা নিয়ে ফিরে যায়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৬৬, হাদীস ৫৭৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানি পরিমাণমত পান করুন

পাকস্থলিতে অম্লতা ইত্যাদি হওয়া অবস্থায় পানি অধিকহারে পান করা উপকারী। সাধারন অবস্থায় পরিশ্রমী লোকেরা প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ গ্লাস আর গরমের দিনে ও ঘাম নির্গত হওয়া অবস্থায় পরিশ্রমী লোকেরা এর চেয়েও বেশি পরিমাণে পানি পান করুন। পাকস্থলিতে অম্লতা হওয়া অবস্থায় ঠান্ডা দুধ পান করাও উপকারী। যদি পাকস্থলির আলসারের কারণে জ্বলন হয় তবে দুধ পান করবেন না।

দাঁতের কাজ অন্ত্র দ্বারা করাবেন না

পাকস্থলিকে ঠিক রাখার জন্য খাবার খাওয়ার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, অতএব গ্রাস ছোট করে নিন আর চপর চপর আওয়াজ যেনো সৃষ্টি না হয় এই সতর্কতার সহকারে এমনভাবে চিবিয়ে খান যেনো মুখের খাবার পাতলা হয়ে যায়, এভাবে করাতে হজমী লালা ভালভাবে মিশে যাবে। যদি ভালভাবে না চিবিয়ে খেয়ে নেয়া হয় তবে হজম করার জন্য পকিস্থলিকে প্রচন্ড কষ্ট করতে হবে এবং ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের সম্মুখিন হতে হবে, অতএব দাঁতের কাজ অন্ত্র দ্বারা করাবেন না। (রহস্যময় ধনভান্ডার, ২৭ পৃষ্ঠা)

পাকস্থলির আলসারের মূল চিকিৎসা

পাকস্থলির আলসারের মূল চিকিৎসা হলো কুফ্লে মদীনা অর্থাৎ সাধারণ খাবার ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া। ফয়যানে সুন্নাত ২ম খন্ডের পেটের কুফ্লে মদীনা ও খাবারের আদব অধ্যায় অধ্যয়ন করে আমল করুন তবে اِنْ شَآءَ الله পাকস্থলির আলসারসহ অসংখ্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হবে।

পাকস্থলির রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

পাকস্থলির আলসার বা অন্ত্রের ক্ষত ও ফোলায় মেথী ব্যবহার করা খুবই উপকারী। ✯ কাশির ঔষধ সাধারনত পাকস্থলির ক্ষতি সাধন করে অতএব পুরোনো কাশির রোগীদের ঔষধ ব্যবহারের কারণে পাকস্থলির জ্বলন ও বদ হজমীর রোগ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। মেথীর ব্যবহার শুধু কাশির উপকার করে না বরং পাকস্থলিও ঠিক রাখে। ✯ মেথীর কফি পাকস্থলি ও অন্ত্রের ময়লা পরিষ্কার করে ও হজম পক্রিয়া থেকে অতিরিক্ত ও ক্ষতিকর আর্দ্রতা বের করে দেয়। **(মেথীর ৫০টি মাদানী ফুল, ৪-১১ পৃষ্ঠা)**

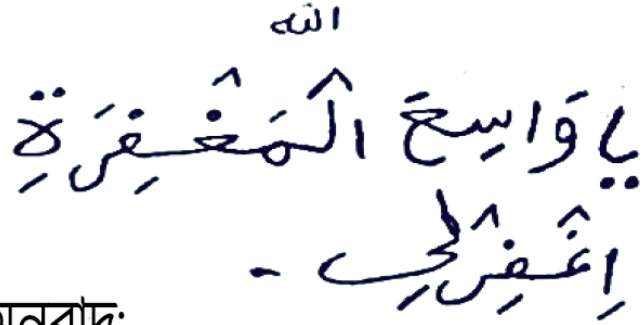
বিভিন্ন মাদানী ফুলঃ মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে, অতএব ডাল, সবজী, ভাত, মাংস ও ফল ইত্যাদি জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণে অবশ্যই খান, শুধুমাত্র কোন একটি বা দু'টির উপর জোর দেয়া আর অবশিষ্টগুলো বর্জন করা ঠিক নয়। ✯ যেমনিভাবে বেশি খাওয়াতে ক্ষতি রয়েছে তেমনি অস্বাভাবিকভাবে অনেক্ষণ পাকস্থলি খালি রাখাও ক্ষতিকর। ✯ খাবার ব্যতীত শুধুমাত্র চা, কফি বা সফট ড্রিঙ্কস ও বিস্কুট ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করা এবং একে

সংযমের নাম দেয়াও মূর্খতা, কেননা এগুলো পাকস্থলির জন্য ক্ষতিকর। ✯ জোড়ার ব্যাথার ঔষধ ব্যবহার কারীদেরও পাকস্থলির আলসার হতে পারে, অতএব বিশেষকরে এরূপ ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করবেন না। ✯ ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড ও কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদি পাকস্থলির জন্য প্রাণঘাতী বিষতুল্য।

পাকস্থলির আলসার ইত্যাদির ২টি ঘরোয়া চিকিৎসা

(১) দুই সপ্তাহ পর্যন্ত দিনে তিনবার বাঁধাকপির রস এক গ্লাস করে পান করুন, বাঁধাকপির তরকারিও খান اِنْ شَآءَ الله সবকিছু ভাল হয়ে যাবে। (ঘরোয়া চিকিৎসা, ৫১ পৃষ্ঠা) বাঁধাকপি সালাদ হিসেবেও ব্যবহার করা উপকারী। (২) উন্নত সাদা রজন: ৫ তোলা, যষ্টিমধুর খোসা: ৫ তোলা। যষ্টিমধুর খোসা ছিলে নিন অর্থাৎ উপরের খোসা খুলে ফেলুন, অতঃপর উভয়কে পিষে সংরক্ষণ করে নিন। খালি পেটে সকাল সন্ধ্যা আধা চামচ করে আধা কাপ মৌরিদানার (Fennel Seeds) রস সহকারে আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ব্যবহার করুন। اِنْ شَآءَ الله পাকস্থলির সকল প্রকার আলসারের জন্য উপকারী।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, আগষ্ট/সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং, ৫৬ পৃষ্ঠা)



অনুবাদঃ

হে মহা ক্ষমাকারী! আমাকে মাগফিরাত করো। আমিন



৬ রমযানুল মুবারক
১৪৩৯ হিঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন:

চেহারার সৌন্দর্য (নূর) আল্লাহ পাকের ইবাদতের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net